প্রথম আলো

তারিখ ...17 NOV 2013...
পৃঃ ২৪ কলাম ৫

রংপুর কারমাইকেল কলেজ

এবার বরখাস্ত হওয়া অধ্যক্ষের স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরের সরকারি কারমাইকেল কলেজের সাময়িক বরখাস্ত হওয়া অধ্যক্ষ এস এম মোকসেদ আলীর স্বাক্ষরে এবার ব্যাংক থেকে টাকা তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

জানা গেছে, ১ নভেম্বর থেকে গত বুধবার পর্যন্ত মোকসেদ আলী কলেজের অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে দাপ্তরিক কাজ করেন। তাঁর স্বাক্ষরে ১০ নভেম্বর সোনালী ব্যাংক বাজার শাখা থেকে সাত লাখ ২৫ হাজার ৬৩৪ টাকা তোলা হয়েছে।

কলেজ সূত্র জানায়, গতকাল ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহফুজা আনোয়ারের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে এ সভা হয়। মোকসেদ আলীর কলেজে আসা, চেয়ারে বসা ও অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত চেক দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তোলাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় টাকা তোলার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা বিভাগে আজ

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৭

টাকা উত্তোলন

শেষ পৃষ্ঠার পর

রোববার ফ্যাক্সযোগে জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহফুজা আনোয়ার সব শিক্ষকের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তাবিজ উদ্দিন স্বাক্ষরিত গত ৩১ অক্টোবর পাঠানো একটি চিঠি পড়ে শোনান। এতে বলা হয়, মোকসেদ আলী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ায় উপাধ্যক্ষ মাহফুজা আনোয়ারকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে সব ধরনের আর্থিক লেনদেনের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

এ প্রসঙ্গে সোনালী ব্যাংক বাজার শাখার ব্যবস্থাপক আবদুল লতিফ বলেন, 'ওই দিন আমি ছুটিতে ছিলাম। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অধ্যক্ষের স্বাক্ষরে টাকা নিতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন করে চিঠি লাগবে।'

মাহফুজা আনোয়ার গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, '১ নভেম্বর ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কেন্দ্র থাকায় ওই দিন কলেজ খোলা ছিল। ওই দিন সাময়িক বরখাস্ত হওয়া অধ্যক্ষ মোকসেদ আলী কলেজে এসে অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে পড়েন। এরপর তিনি হাইকোর্টের একটি আদেশ দেখিয়ে বলেন, আদালত তাঁকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা বিভাগ থেকে কলেজে কোনো নির্দেশনা পাঠানো হয়নি।

মোকসেদ আলী বলেন, উচ্চ আদালত বরখাস্তের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে আদেশ দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ওই আদেশের কোনো চিঠি কলেজে আসার আগেই কেন চেয়ারে বসলেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তাঁর স্বাক্ষর করা চেকে টাকা তোলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ টাকা এমএ (পূর্বভাগ) ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফি বাবদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়।

খুলনা বিএল কলেজের সাবেক শিক্ষক সুনীল কুমার পোদ্দারের 'পরিসাংখ্যিক বলবিদ্যা' নামের একটি বই নকল (কপিরাইট) করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত হন অধ্যক্ষ মোকসেদ আলী। এ ঘটনায় রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত ২২ অক্টোবর তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করে আদেশ জারি করা হয়।